২। রূপক

□ **উপমেয়কে অস্বীকার না করে যদি তার ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করা তাহলে হয় রূপক অলঙ্কার।** যেমন—

শিশু ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে।

এখানে উপমেয় 'শিশু' এবং উপমান 'ফুল'; ফুলের ধর্ম 'ফুটে ওঠা'। এই ফুটে ওঠা ধর্মটি শিশুর ওপর (অর্থাৎ উপমেয়ের ওপর) আরোপ করা হয়েছে—

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) 'উপমেয় ও উপমানে' অভেদ কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ উপমেয়কে অপহ্নব (গোপন) না করে তার উপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলঙ্কার হয়। (খ) রূপক অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমান উভয়েই বর্তমান থাকে। বস্তুগতভাবে অপর যে কোন সাদৃশ্যবাচক অলঙ্কারের মতই এ দুটি বিসদৃশ হলেও তাদের অতিসাম্য দেখানোর জন্য দুটিকে অভেদরূপে কল্পনা করা হয়। এই অভেদ কল্পনাই রূপকের বৈশিষ্ট্য। (গ) উপমেয় ও উপমানের অভেদটা কিন্তু একান্তভাবেই কল্পিত অভেদ, এটি আরোপিত। (ঘ) এই অলঙ্কারে সাদৃশ্য বাচকশব্দ থাকে না। (ঙ) এই অলঙ্কারে উপমানকে লক্ষ্য করে ক্রিয়াপদ সংযুক্ত হয়।

(১) 'এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

—রামপ্রসাদ

এখানে 'মানব' উপমেয়, 'জমিন' উপমান ; মানবকে আবাদ করে সোনা তৈরী করা যায় না বলে 'জমিনের' সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। 'আবাদ করা' এই ক্রিয়াটি 'জমিন' উপমানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। উপমেয়ের উপর উপমানের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে বলে এটি রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ।

(২) মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

—রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

এখানে 'অঙ্কুর' উপমেয়, 'পাখা' উপমান ; দ্বিতীয় অংশে 'বীজ' উপমেয়, 'বলাকা' উপমান। উভয় অংশেই উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। 'উপমান' অনুসারে 'মেলিতেছে' ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

রূপক অলঙ্কার চারপ্রকার—(১) নিরঙ্গরূপক ; (২) সাঙ্গ রূপক ; (৩) পরম্পরিত রূপক ; (৪) আধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক।

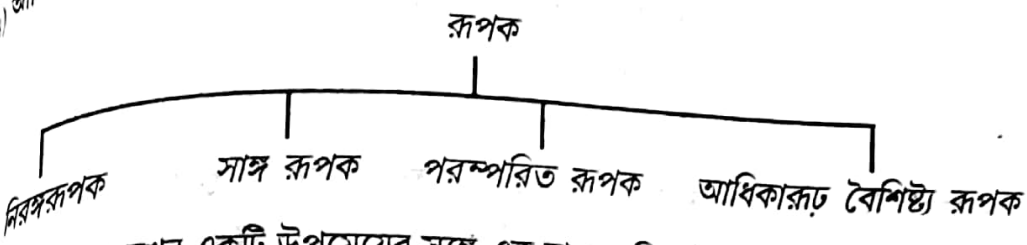

নিরঙ্গরূপক ঃ যখন একটি উপমেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয়। যেমন—

দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।

—বলরাম দাস।

এখানে একটি মাত্র উপমেয় আঁখির সঙ্গে একটি মাত্র উপমান পাখির অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। নিরঙ্গ রূপক দু প্রকার। (ক) কেবল নিরঙ্গ রূপক (খ) মালা নিরঙ্গ রূপক।

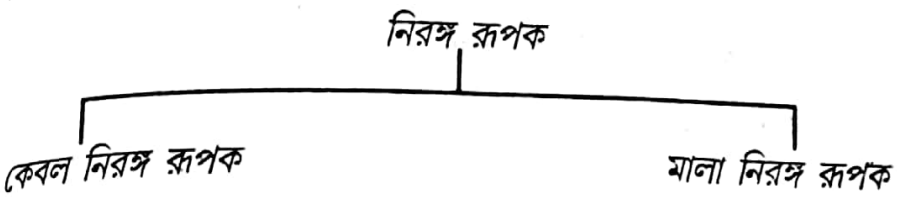

কেবল নিরঙ্গ রূপক ঃ একটি উপমেয়ের সঙ্গে কেবলমাত্র একটি উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে কেবল নিরঙ্গ রূপক হয়। যেমন—

'খসিয়া পড়িছে সোহাগ লতিকা,
ওগো সুন্দর চোর।'

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমেয়—সোহাগ, উপমান—লতিকা। উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পিত।

মালা নিরঙ্গ রূপক ঃ নিরঙ্গ রূপকে উপমেয় একটি ও উপমান একাধিক। একটিমাত্র উপমেয়ের সঙ্গে একাধিক উপমানের অভেদ কল্পিত হলে তাকে মালা নিরঙ্গরূপক বলে। যেমন—

'হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।'

—বিদ্যাপতি

Scanned with CamScanner

এখানে এক উপমেয় কৃষ্ণ হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল গলার হার প্রভৃতি একাধিক উপমান হওয়ায় মালা নিরঙ্গ রূপক হয়েছে।

সাঙ্গরূপক ঃ উপমেয় উপমানের অভেদ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের অঙ্গগুলিরও অভেদ কল্পনা করা হয় এবং রূপকটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলা হয় তবে তাকে সাঙ্গরূপক বলে। যেমন—

'রজনীর নীড়ে ঘুমের পাখিরা উঠেছে জেগে,
আঁখি ঢুলে আসে তাদের পাখার বাতাস লেগে ;

—বুদ্ধদেব বসু।

যেহেতু 'নীড়' না হলে 'পাখির' চলে না, এটা তার আশ্রয়স্থল, সেজন্য 'পাখি' ও 'নীড়ের' মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ধরা যেতে পারে। তেমনি 'রজনীর' সঙ্গে 'ঘুমের' অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং এটি সাঙ্গরূপকের উদাহরণ।

পরম্পরিত রূপক ঃ যেখানে কোন বস্তুর আরোপ অপর কোন বস্তুর আরোপের কারণ হয়, সেখানে পরম্পরিত রূপক হয়। পরম্পরিত রূপকে আছে কার্যকারণ সম্পর্ক। একটি রূপকের কারণে অন্য একটি রূপক সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় একটি উপমেয়ের উপর একটি উপমানের অভেদ কল্পনা যদি অন্য উপমেয়ের উপর অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারণ হয়, তখন তাকে পরম্পরিত রূপক বলে। যেমন—

'চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।'

—গোবিন্দ দাস

মহাপ্রভুর চরণকে কমলের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করায়, দ্বিতীয় রূপকে ভক্তবৃন্দ ভ্রমররূপে কল্পিত হয়েছেন।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক ঃ যে রূপকের উপমান অবাস্তব ধর্মবিশিষ্ট বা অসম্ভব ধর্মযুক্ত হয় এবং উপমানটিকে উপমেয়ের উপর আরোপ করা হয় তখন তাকে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক বলে। যেমন—

'থির বিজুরি নবীনা গোরী
পেঁখনু ঘাটের কুলে।'

নবীনা গোরী (রাধা) উপমেয় ; তাতে 'বিজুরী' উপমানের ধর্ম আরোপিত হয়েছে। কিন্তু 'বিজুরি' কখনও স্থির হয় না। উপমানের এই ধর্ম অধিকারূঢ়। সুতরাং এটি অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

❑ উৎপ্রেক্ষা ❑

উপমেয়কে যদি উৎকট সাদৃশ্যহেতু উপমান বলে প্রবল সংশয় অনুভূত হয়, তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমানের প্রতি এমন আকর্ষণের সৃষ্টি হয় যাতে

উপমেয়—

Scanned with CamScanner

...অর্থাৎ সংশয়ের বস্তুটিকেই সত্য অর্থাৎ প্রধান বলে মনে হয়। কবি কল্পনার চমৎকারিত্বে ...উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাল্পনিক উপমানই সত্য বলে পাঠকের ধারণা হয়। উৎপ্রেক্ষায় ...বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন—

(১) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।

—মধুসূদন।

এখানে উপমেয় 'যুবতী' অপেক্ষা অনেক গুরুত্ব লাভ করেছে উপমান 'দেউটি'। কবি ...অসাধারণ চমৎকারিত্ব হেতু উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে। উৎপ্রেক্ষা তিন প্রকারের— ...উৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা এবং মালোৎপ্রেক্ষা।

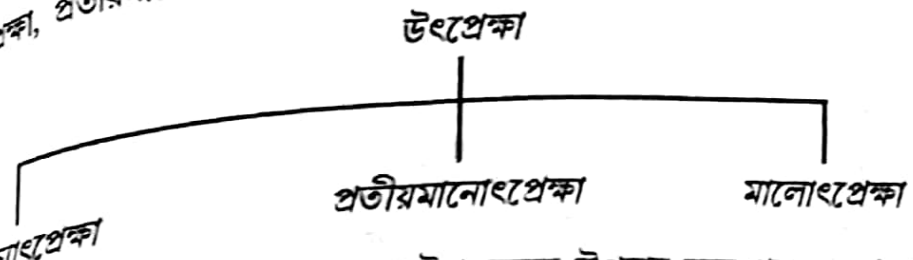

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা : নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে এবং ...বাচক শব্দটির উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন—

(১) 'জ্যোৎস্নাধারা বনানীর শিরে নীরবে ঝরে পড়ছে—যেন কোন পরিতৃপ্ত দেবতার আশীর্বাদ।'

এখানে উপমেয় জ্যোৎস্নাধারাকে উপমান 'দেবতার আশীর্বাদ' বলে প্রবল সংশয় জেগেছে ...সেই সংশয়ের ভাবটি 'যেন' শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ...কারের উদাহরণ।

(২) 'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।'

উপমেয়—সীতাহারা আমি অর্থাৎ রামচন্দ্র। উপমান—মণিহারা ফণী। সংশয়বাচক শব্দ— ...ন।

প্রবল সংশয়হেতু উপমেয়কে উপমান বলে প্রতীত হচ্ছে।

(৩) 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

উপমেয়—'পূর্ণিমার চাঁদ', উপমান—'ঝলসানো রুটি'। সংশয়বাচক শব্দ—'যেন'। উপমেয়— পূর্ণিমার চাঁদকে, উপমান—'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে সংশয় জেগেছে।

(৪) 'পড়ুক দু'ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।'

উপমেয়—'দু ফোঁটা অশ্রু'। উপমান—'দুটি শ্লোক'। সংশয়বাচক শব্দ—'যেন'।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—(প্রতীয়মান + উৎপ্রেক্ষা)। উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ অনুপস্থিত থাকলে সম্ভাবনার ভাবটি যদি অনুমান করে নিতে হয় তবে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন—

(১) 'একখানি গ্রাম শোভে জলময় মাঠে
গঙ্গা মৃত্তিকা ফোঁটা গগন-ললাটে।'

এখানে 'গগন-ললাটে' রূপক হয়েছে। 'গঙ্গা মৃত্তিকার' আগে সংশয়সূচক 'যেন' শব্দ বসিয়ে অর্থ করলে সংশয়ের ভাবটি পাওয়া যাবে।

(২) কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।

—গোবিন্দদাস

শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনী তীরে পদচারন করছেন। দেখে মনে হচ্ছে, সোনার কল্পতরু বৃক্ষ ইতস্তত সঞ্চরমান। উপমেয়—'গৌরকিশোর'। উপমান—'হেম-কল্পতরু'। সংশয়বাচক শব্দ যেন অনুক্ত, কিন্তু প্রতীয়মান।

(৩) সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ।

—রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়—সাধ্বী জননীর দৃষ্টি। উপমান—সমুদ্যত বাজ। সংশয়বাচক শব্দ উহ্য। কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে।

(৪) স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতলস্নেহ।

—রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়—কালোজল। উপমান—স্নেহ। সংশয় সূচক শব্দ নেই অথচ সংশয়ের ভাবটি স্পষ্ট। কারণ কালো জলকে শীতল স্নেহ বলে সংশয় জাগছে। অথচ যে শব্দে সংশয় জাগতো সেই 'যেন' শব্দটি এখানে নেই।

মালোৎপ্রেক্ষা ঃ যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে একটি মাত্র উপমেয় এবং একাধিক উপমান থাকে সেখানে মালোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। মালোৎপ্রেক্ষা 'যেন', 'জনু', 'বুঝি' 'মনে হয়' প্রভৃতি সংশয়সূচক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় অথবা নাও প্রকাশ করা যায়। যেমন—

(১) 'ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা।'

এখানে অনুপস্থিত উপমেয় হল বৃক্ষ। অনুপস্থিত উপমেয়ের অংশ উপমেয় ফুলগুলির উপমান কথা, পাতাগুলির উপমান পুঞ্জিত নীরবতা। যেন সংশয়সূচক শব্দ।

(২) 'মহাবীর্য্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত।।

অর্জুনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জলদে আবৃত সূর্য, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। এখানে 'সূর্য' ও 'বহ্নি' একাধিক উপমান।

Scanned with CamScanner